'বাংলা ভাই'র ক্যাডারদের সশস্ত্র তৎপরতায় রাজশাহীতে আতঙ্ক

নাটোরের লাঠি-বাঁশির সঙ্গে এদের তুলনা করলেন উপমন্ত্রী দুলু!

আরিফুর রহমান/আনু মোস্তফা, *রাজশাহী থেকে*

ইসলামি জঙ্গি সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতার অপারেশন কমান্ডার সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে 'বাংলা ভাই'র ক্যাডাররা যেভাবে পুলিশ পাহারায় মিছিল সমাবেশ করলো তাতে রাজশাহী শহরে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা কে করেছিলেন- তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, রোববার সশস্ত্র জঙ্গিদের বিশাল মোটরসাইকেল ও বাস-ট্রাক বহরের আগে-পেছনে যে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল তার ব্যবস্থা করেছিল জেলা পুলিশ প্রশাসন। মেট্রোপলিটন এলাকা জেলা পুলিশের আওতার বাইরে হওয়া সত্ত্বেও জেলা পুলিশ এই ব্যবস্থা নিয়েছিল ভূমি উপমন্ত্রী ভূমি উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু নির্দেশে। প্রশাসনের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, রোববার উপমন্ত্রী একাধিক পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে টেলিফোনে নির্দেশনা দেন। তিনি 'বাংলা ভাই'র সমর্থকদের কোনো অসুবিধা যাতে না হয় সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে বলেন।

যোগাযোগ করা হলে ভূমি উপমন্ত্রী বিষয়টি স্বীকার বা অস্বীকার না করে প্রথম আলোর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমার কথা রাজশাহীর পুলিশ প্রশাসন শুনতে যাবে কেন? আমি তো নাটোর জেলার মন্ত্রী।' তিনি বলেন, 'যত দূর জানি, রোববার লাঠি-বাঁশি মিছিল হয়েছে রাজশাহীতে। এটা তো নাটোরে ছিল এবং প্রথম আলো এর সমর্থক।' উপমন্ত্রী বলেন, 'এটুকু বলতে পারি, নাটোরে জাগ্রত মুসলিম জনতার কোনো কর্মকাণ্ড নেই। কেউ প্রমাণ করতে পারলে মন্ত্রিত্ব ছাড়ব।' তিনি বলেন, 'সর্বহারা দমনে স্থানীয় জনগণ প্রশাসনকে সহযোগিতা করছে, এটা জানি।'

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার চৌধুরী কামরুল আহসান প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপকালে বলেন, রোববার বাগমারা থেকে মিছিল নিয়ে যারা শহরে এসে সমাবেশ করেছে এবং জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দিয়েছে, তাদের গাড়ি বহরকে আরএমপি কোনো প্রোটেকশন দেয়নি। তিনি বলেন, 'যতদূর জানি, এ ব্যবস্থা করেছিল জেলা পুলিশ।' আরএমপি এলাকায় জেলা পুলিশের তৎপরতা কেন– এ প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ কমিশনার নিশ্চুপ থাকেন।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, রোববার বাগমারা থেকে রাজশাহী শহরে বাংলা ভাইর সমর্থনে যে বিশাল গাড়ি বহর আসে সেখানে নওগাঁর আত্রাই, রানীনগর এবং নাটোরের নলডাঙ্গা থেকে লোকজন জড়ো করা হয়। সশস্ত্র এই বহরে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্য সারির কয়েকজন নেতা এবং অনেক কর্মী ছিল। এদের মধ্যে বাগমারা থানা বিএনপি নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান বেসারাতুল্লাহ উপমন্ত্রীর বিশেষ ঘনিষ্ঠভাজন।

রোববার এসব জঙ্গি হকিস্টিক, হাসুয়া, রামদা ও ব্যাগের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘণ্টা দুয়েকেরও বেশি সময় ধরে রাজশাহী শহর দাপিয়ে বেড়ায়। তাদের এ মহড়ায় এখানকার জনমনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

নগরবাসী এর আগে কখনো এভাবে প্রকাশ্যে এত লোকের সশস্ত্র মহড়া দেখেনি। তারা পুলিশের ভূমিকায় বিস্মিত। আলাপকালে অনেকেই এ ধরনের মহড়ার আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে এভাবে সশস্ত্র মহড়া কীসের ইঙ্গিত বহন করে?

আলাপকালে রাজশাহী জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন বলেন, 'এভাবে সশস্ত্র মহড়া দ্রুত বিচার আইনের আওতায় আসা অত্যাবশ্যক। কারণ তারা জনমনে আতঙ্ক তৈরি করেছে, প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে।' তিনি অভিযোগ করেন, সরকারের প্রভাবশালী মহলের ইঙ্গিত না থাকলে পুলিশ এভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারে না।

পুলিশ রেগুলেশন অব বাংলাদেশ (পিআরবি) ও সিআরপিসি অনুযায়ী এভাবে প্রকাশ্যে মহড়া, ভয়ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা অপরাধ। এ ক্ষেত্রে পুলিশ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু পুলিশ নির্বিকার থেকেছে।

রাজশাহীর রেঞ্জের ডিআইজি নূর মোহাম্মদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, কেউই আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। ডিআইজি বলেন, রোববার ছুটিতে থাকায় তিনি বাগমারা

থেকে আসা লোকজনের কর্মসূচির ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। তবে ওইদিন কর্মরত থাকলে এভাবে মহড়া বা সমাবেশ করতে দেওয়া হতো না বলে তিনি জানান। ডিআইজি আরো বলেন, পুলিশ বাংলা ভাইকে খুঁজছে। তাকে অবশ্যই গ্রেপ্তার করা হবে।

ডিআইজি এ কথা বললেও স্থানীয় বিএনপির অনেকেই মনে করেন, এ রকম মহড়া হতেই পারে। জেলা বিএনপির অন্যতম সহসভাপতি নজরুল হুদা প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ‘সর্বহারা সন্ত্রাস বন্ধ করতে এ রকম সশস্ত্র মহড়ার দরকার আছে। পুলিশ যেহেতু সর্বহারাদের দমনে ব্যর্থ সেহেতু এভাবে অস্ত্র তুলে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাংলা ভাই ঠিক কাজই করেছে।’

রাজশাহীর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট কামরুল মনির অবশ্য মনে করেন, আত্মরক্ষার অধিকার থেকে কেউ যদি হাতে লাঠি তুলে নেন তাহলে সেটা অন্যায় কিছু নয়। রোববারের মহড়াকে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখেন বলে প্রথম আলোকে জানান।

তবে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের গত নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা অভিযোগের সুরে বলেন, সরকারের লোকজনের মদদ না থাকলে এভাবে সশস্ত্র মহড়া দিয়ে কেউ পার পেতে পারে না। তিনি বলেন, রাজশাহীর এই ঘটনায় মনে হয় সরকার বলে কিছু নেই।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, রোববারের বাংলা ভাইর সশস্ত্র ক্যাডারদের রাজশাহী দাপিয়ে বেড়ানোর পরে এ নিয়ে নিজেদের ভূমিকায় স্থানীয় প্রশাসনে টানাপড়েন শুরু হয়। এভাবে জঙ্গি মিছিলকে পুলিশি প্রহরা দেওয়ার আইনি অনুমোদন আছে কি না এ নিয়ে পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ চলছে।

পুলিশের একটি মহল মনে করে, এভাবে সশস্ত্র মহড়ার সুযোগ দিয়ে আরেকটি প্রাইভেট বাহিনীকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হলো। তবে আরেক মহলের মতে, সর্বহারা সন্ত্রাস দমনে সরকারের প্রভাবশালী মহলের দৃঢ় মনোভাবের কারণে বাংলা ভাইর বাহিনীকে সহযোগিতা দেওয়া দরকার।

স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের এই মনোভাবের কারণে বাংলা ভাই আদৌ গ্রেপ্তার হবে কি না এ নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে জোর সন্দেহ আছে।

বগুড়ায় বাংলা ভাই ক্যাডারদের তৎপরতা

বগুড়া অফিস জানায়, জাগ্রত মুসলিম জনতা (জেএমবি) নামের জঙ্গী সংগঠন রাজশাহীতে পুলিশ পাহারায় সমাবেশ ও মহড়া দেওয়ার পর এখন বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সীমান্তবর্তী ভিটি গ্রামে তাদের ঘাঁটিকে শক্তিশালী করতে তৎপর হয়েছে। এখানে প্রতিদিনই আসছে ‘বাংলা ভাই’র জঙ্গী বাহিনী। লাঠি, হকিষ্টিক হাতে এবং ছোট ছোট ব্যাগ কাঁধে নিয়ে তারা এলাকায় মহড়া দিচ্ছে। এলাকার লোকজনের মধ্যে এ নিয়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, এদের ভয়ে লোকজন সন্ধ্যার পর আর বাড়ি থেকে বের হওয়ার সাহস পাচ্ছেনা। প্রতিদিনই ট্রেন যোগে জেএমবি সদস্যরা সান্তাহারে লাঠি ও হকিষ্টিক হাতে এসে নামছে। সেখান থেকে তারা যাচ্ছে ভিটিগ্রামের ক্যাম্পে।

আদমদীঘি ও নন্দীগ্রাম উপজেলার সীমান্ত এলাকায় জেএমবি সদস্যদের আনাগোনা ও মহড়ার বিষয়ে বগুড়ার পুলিশ কর্মকর্তারা অবহিত নন জানিয়ে বলেন, চরমপন্থীদের ধরতে পুলিশি অভিযান চলছে।

আমাদের আদমদীঘি প্রতিনিধি জানান, গত রোববার রাতে জেএমবি ক্যাডাররা নওগাঁর আত্রাই উপজেলার ভোপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জান বক্সের কাশিয়াবাড়ি গ্রামের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। একই সময়ে জেএমবি’র অপর একটি গ্রুপ সফুপুর গ্রামের দুলালের বাড়িতেও হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। জেএমবি ক্যাডারদের হামলার সময় চেয়ারম্যান জান বক্স বাড়িতে ছিলেননা।

জেএমবি ক্যাডাররা হামলার সময় ঘোষনা দেয় যে, চেয়ারম্যান জান বক্স ও দুলাল সর্বহারাদের প্রশ্রয় ও মদদদাতা। এ কারণে তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হলো। এরপরও যদি কেউ চরমপন্থী বা সর্বহারাদের মদদ দেয় তবে তারও একই অবস্থা হবে বলে তারা শাসিয়ে যায়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ সর্বহারা নিধনের নামে বাংলা ভাইয়ের অনুসারি জেএমবি ক্যাডাররা আত্রাই, সাহেবগঞ্জ ও রানীনগর এলাকায় ব্যাপক মহড়া দিচ্ছে। তারা ইচ্ছা মতো যে কাউকে সর্বহারা বা তাদের সহযোগী আখ্যা দিয়ে তার বাড়িতে বা তার ওপর হামলা চালাচ্ছে।